দৈনিক বাংলা C44

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 20 JUN 19..
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৬ই আষাঢ়, ১৩৯৬ : ২০শে জুন, ১৯৮৯

প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী

পরিকল্পনা কমিশনের সদ্য প্রকাশিত এক জনসংখ্যা তথ্যপত্রে বলা হয়েছে যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। গত সাত বছরে ছাত্র সংখ্যা যেখানে সাত লক্ষ বেড়েছে সেখানে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে বিশ লক্ষেরও বেশী। এই তথ্য জাতির জন্য একটি বড় সুসংবাদ।

নারীশিক্ষা যেকোন জাতির অগ্রসরতা–অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি। যে দেশে শিক্ষিত বিশেষ করে নারী শিক্ষিতের হার বেশি, সে দেশ উন্নত, সে দেশের সমাজ আধুনিক। আমাদের দেশের অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের প্রধান কারণ যে শিক্ষার স্বল্পতা, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি আনন্দজনক হলেও আমাদের আত্মশ্লাঘার কোন কারণ নেই। কেননা, এই সেদিন পর্যন্ত দেশে স্ত্রীশিক্ষা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। পুরুষ শিক্ষিতের হারও আহামরি কিছু ছিল না। শহর ও গ্রামের শিক্ষিতের হারেও ছিল অনেক তফাৎ। বিভিন্ন আদম শুমারীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৫১, ১৯৬১ ও ১৯৭৪ সালে পুরুষ শিক্ষিতের হার ছিল যেখানে যথাক্রমে তেত্রিশ দশমিক তিন শতাংশ, ঊনত্রিশ দশমিক তিন শতাংশ ও ঊনত্রিশ দশমিক নয় শতাংশ, সেখানে স্ত্রী শিক্ষিতের হার ছিল এগার দশমিক তিন শতাংশ, দশ দশমিক সাত শতাংশ ও সতের দশমিক সাত শতাংশ। ১৯৭৪ সালে শহরে শিক্ষিতের হার ছিল পুরুষ পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ ও স্ত্রী সাতাশ দশমিক নয় শতাংশ এবং গ্রামে পুরুষ পঁচিশ দশমিক সাত শতাংশ ও স্ত্রী দশ দশমিক নয় শতাংশ। এরপর গত ১৫ বছরে বিশেষত গত সাত বছরে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। কেবল শহরাঞ্চল নয়, গ্রামে–গঞ্জেও স্থাপিত হয়েছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারের উদ্যোগে এবং বাস্তবতার তাগিদে ছাত্রীভর্তি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। উপরোক্ত তথ্যপত্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী এক কোটি আটচল্লিশ হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ৭৫ শতাংশ স্কুলে যাচেছ। ১৯৮৭ সালের হিসাবে ছেলেদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ এবং মেয়েদের ৭৬ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচেছ; তবে তাদের চল্লিশ শতাংশের বেশী পঞ্চম শ্রেণীর ওপরে যেতে পারছে না। এরপরও নিঃসংশয়ে বলা যায় ছাত্রভর্তি বিশেষত ছাত্রী ভর্তির প্রবণতা আশাব্যঞ্জক।

গ্রামে–শহরে সমানভাবে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় যেমন স্থাপন করতে হবে, তেমনি বই, খাতা–কলম ও অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করে মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহী ও উদ্যোগী করে তুলতে হবে। গরীব মেয়েদের জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকলে মেয়ে ড্রপ আউটের সংখ্যা কমবে।

শিক্ষাই সামাজিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাবিকাঠি। সুতরাং নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষাপ্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে সমাজ ও সরকারকে।